R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯১শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১১ সাল।
২রা জুন, ২০০৪ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

মহকুমার নানা এলাকায় সম্বর্দ্ধনা সভায় প্রণব মুখার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৯ মে বিকেল থেকে মানুষের ঢল নামে জঙ্গিপুর শহরের পি ডব্লু ডি ময়দানে। বহু প্রতীক্ষা নিয়ে কংগ্রেসী কর্মী ও নেতারা যাঁর অপেক্ষায় তিনি ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রার্থী প্রণব মুখার্জী। একই দিনে ফরাক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদে সম্বর্দ্ধনা সভা সেড়ে জঙ্গিপুর পেঁছতে প্রণববাবুর প্রচন্ড দেরী হয়ে যায়। সন্ধ্যে ৬টায় ঘোষিত অনুষ্ঠান রাত ১০টা বেজে গেলেও শুরু না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে মানুষ অধৈর্য্য হয়ে ওঠে। জেলা পরিষদ সদস্য আখরুজ্জামানকে চড়া গলায় জনতা সামলাতে ব্যস্ত দেখা যায়। বহু প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা নিয়ে আসা জনতা জনার্দনের অনেকেই তখন ক্লান্ত, বাড়ী ফেরার তাগিদ। ফলে অনেকটাই ভিড় পাতলা হয়ে আসে। হঠাৎ এসে পেঁছলেন প্রদেশ নেতা সোমেন মিত্র ও প্রদীপ ভট্টাচার্য্য। ঘড়িতে তখন রাত ৯-২৫। এরপর প্রণববাবুর জন্য আবার ক্ষণ গোণা। এত দেরীতে আসার জন্য দূর এলাকার মানুষের ফিরে যাবার অসুবিধার কথা জানাতে গিয়ে জঙ্গিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক হাবিবুর রহমান মঞ্চেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে অধীর চৌধুরীসহ প্রত্যেকে অস্বস্তিতে পড়ে যান। তিনি এসে পেঁছলেন ৯-৪৫ মিনিটে। কোন ভূমিকা না করে সরাসরি দেরীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন প্রণব। ভাঙ্গা হাটে চাঁদের আলোর মতো উজ্জ্বল ঋজু ব্যক্তিত্বপূর্ণ মুখ। উপস্থিত ১০—১৫ হাজার মানুষের চোখের গভীরতা মেপে ধ্রুপদী ভঙ্গিমায় বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য ঠিক নয়, ঘরোয়া ভঙ্গিতে গুটি কয়েক কথা। উন্নয়ন, জাতীয় সমস্যা—ভাঙ্গন ও প্রয়োজনের কিছু কথা। অযথা গালভরা প্রতিশ্রুতি নয়। এভাবেই সম্বর্দ্ধনা মঞ্চ থেকে আমজনতার দরবার শেষ করে নেমে গেলেন প্রণববাবু। ৩০ মে সকালের দিকে প্রণববাবু রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সেকন্দরা গিরিয়া ঘোরেন। মোমিনটোলা স্কুলে এক সম্বর্দ্ধনা (শেষ পৃষ্ঠায়)

আবার একটি পাম্প অকেজো হয়ে পড়ায় ধুলিয়ানে তীব্র জল সংকট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় জল উত্তোলনের প্রয়োজনে দুটি পাম্পের মধ্যে আবার একটি অকেজো হয়ে পড়ায় এক মাসের উপর এখানে পানীয় জলের সংকট চলছে। এই তীব্র গরমে এমনিতেই মানুষের কাহিল অবস্থা, তার সঙ্গে পুর এলাকার ১৯টি ওয়ার্ডের প্রায় ৬৭০টি টিউবওয়েলের মধ্যে অর্দ্ধেক টিউবওয়েলে জল ওঠে না। এই পরিস্থিতিতে চারিদিকে পানীয় জলের অভাব ফুটে উঠেছে। দুটি পাম্পের সাহায্যে দৈনিক ১ লক্ষ গ্যালন জল রিজারভারে মজুত করে পাম্প লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে একটি পাম্পের সাহায্যে ৫০ থেকে ৬০ গ্যালন জলের বেশী দেয়া যাচ্ছে না। পুরবাসীদের অভিযোগ, পৌর কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবে কোন দিনই বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে পারে না। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে প্রায় সরবরাহ বন্ধ থাকে। এছাড়া রিজারভারে জল ধারণ ক্ষমতা ১ লক্ষ গ্যালনের তুলনায় সংযোগ অনেক বেশী থাকায় জল পাওয়া যায় না। জল সংকট মোচনে পুর কর্তৃপক্ষকে একাধিক বার ডেপুটেশন দিয়েও কোন কাজ হয়নি। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, পাইপ লাইনের নক্সাও নাকি পুরসভা থেকে উধাও হয়ে যাওয়ায় মাঝে একমাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় মাটি কেটে পাইপ লাইন দেখতে হচ্ছিল। যার ফলে পুরনো পাইপ লাইনে কোথাও মেরামতের প্রয়োজন হলে পুরো এলাকায় খনন কাজ শুরু হচ্ছে। পাশাপাশি অকেজো টিউবওয়েলগুলি মেরামতেরও কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। যার ফলে অনেক ওয়ার্ডের মানুষ গঙ্গার দূষিত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ছেলে দুটোকে খুঁজে বার করতে হবে—প্রণব মুখার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কেন্দ্রের প্রার্থী হয়ে প্রণব মুখার্জী গত এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলে প্রচারে যান। সেখানে পায়ে হেঁটে ভাঙ্গন বিধ্বস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলতে মোমিনটোলা নয়া বসতিতে গেলে সেখানে দুটো কিশোর এসে প্রণববাবুকে প্রশ্ন করে 'ভোটে জিতলে গঙ্গায় কেটে যাওয়া আমাদের বাড়ী তৈরী করে দিবা, তাহলে আব্বাকে তুমাকে ভোট দিতে বুলব।' ছেলে দুটোর কথা প্রণববাবুর স্মরণে থেকে যায়। তিনি মন্ত্রীত্বের শপথ অনুষ্ঠানের পর পরই ওখানে উপস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য আখরুজ্জামানকে জঙ্গিপুর পেঁছে ওই ছেলে দুটোকে খুঁজে বার করতে বলেন। সম্বর্দ্ধনা সভা উপলক্ষে এখানে এসে ৩০ মে প্রণববাবুও ঐ এলাকায় পেঁছে ছেলে দুটোর খোঁজ খবর নেন। কিন্তু কোন সন্ধান করতে পারেননি।

সংবাদ সাপ্তাহিক-এর ক্যামেরা আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : কর্মী বদলির প্রতিবাদে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত কর্মচারী মঞ্চ, জঙ্গিপুর শাখা ৩১ মে ২০০৪ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম বিরতি আন্দোলন শুরু করেন। তারই প্রেক্ষিতে ৩১ মে কর্মী ও বিচারকদের মধ্যে একটা আলোচনা সভা চলছিল এজলাসে। ঐ সময় স্থানীয় ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া 'সংবাদ সাপ্তাহিক' এর এক কর্ণধার প্রশান্ত ব্যানার্জী (দোলা) তাঁর সহযোগীকে নিয়ে অনুমতি ছাড়াই তথ্যচিত্র নিতে গেলে এ্যাডিশনাল মুন্সেফ শ্রীকুমার গোস্বামী তাঁর ক্যামেরা কেড়ে নেন। বেগতিক দেখে চিত্র সাংবাদিক পালিয়ে যান। পুলিশের কাছে ক্যামেরাটা জমা দেন শ্রীকুমারবাবু। পরদিন ক্যামেরা ফেরত পাওয়া যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১১ সাল।

সম্পর্ক যাহাই হউক মানুষ কাজ চায়

চতুর্দ্দশ লোকসভা গঠিত হইয়াছে, গঠিত হইয়াছে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিরাও তাঁহাদের দপ্তর বুঝিয়া লইয়াছেন। এখন কাজ শুরু করিবার পালা। এতদিন নির্বাচনী বৈতরণী উত্তরণের জন্য তাহারা ভোটদাতাদের মনে প্রতিশ্রুতির বন্যা বহাইয়া দিয়াছেন। কথার বাক্‌জাল বিস্তার করিয়াছেন, চমকের চকমকি ঠুকিয়াছেন। প্রতিশ্রুতির বাচনিকতায় ছিল নানা গমক। আবার সেই সংগে ছিল জনগণেশের নিকট নির্বাচনে উত্তরণের আশীর্বাদ প্রার্থনা। এখন তো সে পর্ব শেষ। কর্মযোগের পালা এখন। কংগ্রেস ক্ষমতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে তবে একক গরিষ্ঠতায় নয়, জোট সঙ্গিদের সহায়তায়, সাহচর্যে এবং সমর্থনে —ভিতরে অথবা বাহিরে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—বামেদের সমর্থন। লোকসভায় এইবার ৬০ জন বাম সাংসদের গরিষ্ঠ উপস্থিতি। তাহারা বাহির হইতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন দিবার কথা বলিয়াছেন। সরকার পরিচালনায় তাহারা এখন শুধু নিণায়কের ভুমিকায় নয়, আসিয়াছেন নিয়ন্ত্রকের পর্যায়ে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন কেন্দ্রিয় সরকার নীতি নির্ধারণ ইত্যাকার কাজে বামেরাই হইতেছেন রিমোট কন্ট্রোল। এই রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী তো সোল্লাসে বলিয়াছেন—নতুন সরকারের প্রাণভোমরা তাহাদের হাতের মুঠোয়। কেনই বা বলিবেন না! পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতি এমন কথা উচ্চারণ করাইতেই পারে। চতুর্দ্দশ লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম ৬০টি আসন তাহারা দখল করিয়াছে। সংসদে তাহাদের উপস্থিতি শুধু সদপ নহে, ভূমিকাও গুরুত্বপুর্ণ। সনিয়ার প্রস্তাব অনুসারে লোকসভার অধ্যক্ষের পদটিতেও তাহাদের সদস্য মনোনীত এবং অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রাক নির্বাচনী পর্ব হইতে কংগ্রেস তো বামেদের সাহায্য চাহিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে সুরজিত প্রমুখেরাও সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই ঘটনা নতুন কিছু নয়ে। অতীত ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন মাত্র। ইন্দিরাজীও এক সময়ে বামেদের সাহায্য লইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ লোকসভা নির্বাচনের পুর্ব হইতেই বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগের সুচনা দেখা গিয়াছিল। কংগ্রেস একসময় বামেদের নিকটে বুর্জোয়া দল বলিয়া কথিত ছিল। এখন তাহারা বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দশ নির্বাচন তাহাদেরকে কাছাকাছি আনিয়া দিয়াছে। দেশের সাম্প্রদায়িক দল ও শক্তির (বিজেপির) মোকাবিলায় নাকি তাহাদের এই বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের পরেও আবার মাননীয় মুখ্য মিন্ত্রীকে বলিতে শোনা গেল—তেলে জলে কি মিশ খায়? কংগ্রেসের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক তেল আর জলের মতই। তাই তাহারা সরকারে যোগদান করিবেন না, শুধু সমর্থন যোগাইয়া যাইবেন। সরকারে যোগদান করিলে তবে যদি কংগ্রেসের জনস্বার্থ বিরোধী দায় তাহাদের উপর আসিয়া বর্ত্তায়—এই আশংকায় কী? ইহার উত্তর তাহারাই জানেন।

যাহাই হোক—এ রাজ্যের সরকার তাহাদের দলের সমর্থিত কংগ্রেসের সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকারের নিকট হইতে এ রাজ্যের জন্য কতটা কী সুযোগ সুবিধা আদায় করিতে পারেন তাহা দেখার বিষয়। এই রাজ্যের অন্যান্য সমস্যার মত অন্যতম বড় সমস্যা হইল গঙ্গা ভাঙন। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন—নদী ভাঙন তাঁহারও শিরঃপীড়া। নদী সংলগ্ন অসংখ্য, অজস্র মানুষ প্রতি বৎসরই ভাঙনের শিকার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঙন ভুক্তভোগী জনগণের নিকট নিছক শিরঃপীড়া নয়, তাহাদের জীবন-ধন-সম্পত্তির-সর্বনাশ। ভোটদাতা জনগণ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের এই বিষয়ে ইতি কর্তব্যের দিকে উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।

॥ মানুষ নজরুল ॥

ধূর্জ'টি বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি কবিতা নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর উল্কবল উপস্থিতি এবং তাই নিয়ে ব্যাপক পরিচিতি তথা বিপুল জনপ্রিয়তা। তাঁকে আমরা চিনি সৈনিক কবি হিসেবে, বিদ্রোহী কবি হিসেবে। এটাই কিন্তু নজরুলের পরিচয়ের শেষ কথা নয়। শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকারের কথায় 'সাহিত্যে নজরুল, সঙ্গীতে নজরুল, সভা-সমিতিতে নজরুল, আড্ডা মজলিশে নজরুল, ...দাবা খেলায় আত্মভোলা নজরুল, ফুটবল মাঠে আত্মসচেতন নজরুল, রঙ্গরসে রসিক নজরুল'....কোথায় কিসে নেই তাঁর উপস্থিতি? কিন্তু এই ছোট ছোট টুকরোগুলো জোড়া দিলে যে সম্পুর্ণ আকার পরিগ্রহ করে সেই নজরুল এসবের সমষ্টির চেয়ে আরও বড়। কাব্যের নজরুল, গানের নজরুলকে আমরা চিনি। এ সব ছাড়াও আছে তাঁর আর একটি সত্ত্বা সেটি 'মানুষ নজরুল।' সুখে-দুঃখে, আমোদ-বেদনায় মেশানো। তিনি ছিলেন আবেগ-দৃপ্ত উচ্ছকিত কন্ঠ। তাঁর 'যেমন লেখায় তেমনি পোশাক পরিচ্ছদে ছিল রঙিন উচ্ছৃংখলতা।' গায়ে পরতেন হলুদ রঙের পাঞ্জাবী, কাঁধে গেরুয়া রঙের উড়ুনি। আবার পাঞ্জাবী গেরয়ো রঙের এবং উড়ুনি হলুদ রঙের। তিনি বলতেন—'আমার সম্ভ্রান্ত হবার দরকার নেই।' কবি গোলাম মোস্তফার একটি ছড়ায় চেনা যায় মানুষ নজরুলকে ঃ—

কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গেছিলাম
ভায়া লাফ দেয় তিনহাত
হেসে গান গায় দিনরাত
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়
ধরায় পর তার কেউ নয়।

মানুষ নজরুলের হৃদয় ছিল দরাজ, আবেগ-অনুভূতি ছিল অকৃত্রিম, মন ছিল সহজ সরল, বক্তব্য ছিল প্রত্যয় নিষ্ঠ এবং স্পষ্ট। অসংযত আবেগকে সংযত করার সাধনা ছিল না তাঁর। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—"দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময়েই উছলে পড়েছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকে উজ্জীবিত করে, মনের যত ময়লা যত খেদ, গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে সকল লোক তাঁর আপন।" এরকম ছিলেন লোকপ্রিয় মানুষ নজরুল। 'Introducing Nazrul Islam' গ্রন্থে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মানুষ নজরুলের স্বভাব বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মন্তব্য: "He was always ready to burst out into thunderous laughter. His eyes were big the countenance had the calm sublimity of powerful character" কিন্তু আশ্চর্য্য—এই সরল প্রশস্ত অথচ শক্ত চরিত্রের মানুষটি তাঁর জীবনে এবং চর্য্যায় ছিলেন বেহিসাবী, ছিলেন ছন্নছাড়া। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে জীবন শুরু করেছেন, পরে উপার্জন করেছেন অনেক কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে অনেক কষ্ট। 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক অমরেশ কাঞ্জিলাল পত্রিকার একটি সংখ্যায় মানুষ নজরুল প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'নজরুল আমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলের চরম লক্ষ্মী-ছাড়া। সে বাঁধন হারা ক্ষ্যাপা কিন্তু অক্লান্ত কর্মী।' সে রোজগার (৩য় পৃষ্ঠায়)

সোনিয়া প্রধানমন্ত্রী না হওয়ায় রাজ্য রাজনীতি কোন্ পথে ?

স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দ্দশ লোকসভা নির্বাচন পৃথিবী তথা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক ঐতিহাসিক চমক। আজ থেকে ৬৫ বছর আগে এমনই এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ২রা এপ্রিল। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীরা হাত মিলিয়েছিল পৃথিবী জুড়ে নতুন আমেরিকান আগ্রাসনকে আটকাতে। ভারতেও চতুর্দ্দশ লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে বাম দলের জোটবন্ধন ও সরকারকে সমর্থন তেমনই এক পরিস্থিতি বলে দাবী করে উভয় দলই। চতুর্দ্দশ লোকসভার ফলাফল বেরোনোর পর সরকার গঠনের রাজনীতির দাবার গুটি এখন বাম জোটেদের হাতে। বিরোধী দল তথা বিজেপির বিদেশিনী ইস্যু নস্যাৎ করতে সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী না হয়ে মনমোহন সিং এর নাম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করাতে যেমন ধাক্কা খেল বি জে পি শিবির ঠিক তেমনি খুশি ব্যবসায়িক মহল। কারণ সৎ অর্থনীতিবিদ হিসাবে মনমোহন সিং পরিচিত।

এদিকে বামফ্রন্টের পছন্দের প্রার্থী ছিলেন প্রণব মুখার্জী। কারণ মনমোহন সিং ছাড়াও যতবার প্রণব মুখার্জীর নাম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উঠে এসেছিল ততবারই বামেদের বক্তব্য ছিল মনমোহন সিং ছাড়া অন্য কেও হলেও আপত্তি নেই তাদের। কিন্তু প্রণববাবুর নাম কেউই উল্লেখ করেননি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বাংলায় কংগ্রেসের পুনর্জাগরণ প্রণববাবুর নেতৃত্বে এই ভীতির মূল কারণ। মুর্শিদাবাদে প্রণববাবুর কেন্দ্রসহ তিনটি সিটই কংগ্রেসের হাতে আসার কৃতিত্ব যেমন অধীররঞ্জন চৌধুরীর রাজনৈতিক কৌশল ও সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় ঠিক তেমনি প্রণববাবুর মতো 'হেভিওয়েট' প্রার্থীর উপস্থিতি ও ইমেজ কাজে লেগেছে। আগামী দিনে বেঙ্গল লাইন মাথায় রেখে প্রণববাবুর নাম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উত্থাপনের ক্ষেত্রে জোর না দেওয়ার অন্যতম কারণ বলে ধরা হচ্ছে।

সোনিয়া গান্ধীর হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী না হওয়ার ঘোষণা যেমন চপেটাঘাত করল বিজেপি ইস্যুকে ঠিক তেমনি টেলি মিডিয়ার প্রচারে দেখা গেল গোটা দেশে সোনিয়ার স্বপক্ষে জনমতের তড়িৎ প্রবাহের মতো ভাবাবেগ সৃষ্টি করল আমজনতার হৃদয়ে। এতে জাতীয় রাজনীতিতে সোনিয়া তথা কংগ্রেস দলের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারের স্পীকার হলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো লোক। বাম-ডানের বিটুইন দি লাইনস অনেকটা কমে গেল জনমনে। ফলে খাল কেটে কুমির নিয়ে এল বামফ্রন্ট। এবার কোন কারণে ৬৯ ও ৭৬ এর মতো সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিলে গোটা দেশের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যাবে বামদলের এবং মধ্যবর্তী নির্বাচন ও সরকার ফেলে দেবার দায়ে বামদলের ওপর মানুষের আস্থা আরও কমে যাবে। ফলে সরকার পড়ে গেলে আখেরে লাভ হবে কংগ্রেসের। সোনিয়ার 'আত্মত্যাগী ইমেজ' নিয়ে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্রে সংসদ দখল করবে। অতএব সরকার টেকানোর দায়িত্ব এখন বাম জোটেদের সরকারের মন্ত্রীত্বে না গেলেও বাইরে থেকে সমর্থন বামদল দায়বদ্ধতা এড়াতে পারবে না। কারণ গোটা দেশে ১০% ভোট নেই যাঁদের সেই বামেদের কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সমর্থন কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আটকানো এটা কেউ বিশ্বাস করছে না বলে বুদ্ধিজীবী মহল মনে করছে। বরং কচ্ছপের পিঠে মোমবাতি রেখে পথচলা অর্থাৎ কংগ্রেসের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এই সুযোগে হিন্দী বলয়ে সংগঠন তৈরী করাও আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া ঠিকঠাক করে নিয়ে ধীর গতিতে পাঁচ বছরে সরকার টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি নিজেদের সংগঠন তৈরী ও দেশ জুড়ে বাম প্রভাব সৃষ্টি করাই অন্যতম পলিটিক্যাল লাইন বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে পাঁচ বছর সরকারের স্থায়িত্ব আশা করা যাচ্ছে যদিও রাজনীতিতে কোন পাটীগণিত চলে না। অন্যদিকে পার্লামেন্টের সরকারী দলের নেতা হিসাবে প্রণব মুখার্জীর নাম জাতীয় রাজনীতিতে অন্য একটা মাত্রা দিল যা পরোক্ষে যোগ্যতমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল।

সরকারী গাড়ীতে ছাত্র বহন চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : আই সি ডি এস এর WGZ 3203 জীপটিতে প্রায় স্কুল ছাত্রকে নিয়ে আসা যাওয়া করতে দেখা যায়। সরকারের আর্থিক সংকটে সরকারী গাড়ীর এই ধরনের অপব্যবহার চললেও দেখার কেউ নেই।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর নিম্ন বিভাগীয় দেওয়ানী বিচারক প্রথম আদালত

মো: নং—৩৯/২০০৪ স্বত্ব

বাদী	বনাম	বিবাদী
আমগাছি গ্রামের মুসলমান জনসাধারণ ও আমগাছি গ্রামের পোক্তা জুম্মা মসজিদ পক্ষে সম্পাদক ও মাতোয়ালী এসমাইল সেখ		তায়োব সেখ দিং

এতদ্দ্বারা আমগাছি গ্রামের জনসাধারণ ও সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন আমগাছি মৌজার ৫৯ নং দাগের ৫ শতক সম্পত্তির মালিক ও দখলীকার আমগাছি গ্রামের পোক্তা জুম্মা মসজিদ হইতেছেন। উক্ত সম্পত্তি মধ্যে ২·৫২ শতক সম্পত্তি মূল বিবাদী পক্ষ জোর করিয়া দখল করিয়া লওয়ায় তাহাদিগকে উচ্ছেদপূর্বক খাস দখলের প্রার্থনায় উক্ত নং মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ১ মাস মধ্যে হুজুরাদালতে হাজির হইয়া বাদী/বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ বিচার নিষ্পত্তি হইবে।

অনুমত্যানুসারে—

BY ORDER OF THE COURT

Kumar Krishna Ghosh

Sheristadar,

Civil Judge (Junior Division)

28. 5. 2004 1st Court, Jangipur, Msd.

মানুষ নজরুল (২য় পৃষ্ঠার পর)

করে মুঠো মুঠো টাকা আর খরচ করে জলের মত।' নজরুলের স্বভাবের মধ্যে কোন দিনই গৃহিণীপনা ছিল না। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় ঃ 'সাবধানী পথিকের মত পা ফেলে চলা তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাঁর মন তো শয়তানের আবাস ছিল না, তাঁর মন ছিল সকলের জন্য প্রীতি স্নেহ ভালবাসায় ভরপুর।' ভালমন্দে গড়া ছিল মানুষ নজরুলের অন্তর। এসবই ছিল তাঁর স্বভাবজাত। মানুষকে তিনি ভালবেসেছিলেন গভীরভাবে তাই তাঁর কাব্যবৃত্তের কেন্দ্র বিন্দুতে তুলে ধরেছেন মানুষকে। ব্যথিত, পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি লিখে গেছেন তাঁর 'এ রক্ত লেখা'। দৃপ্ত কণ্ঠে মানুষ নজরুল উচ্চারণ করে গেছেন সেই চিরন্তন বাণী ঃ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' মানুষ নজরুলের এই অনুভব এবং অভিব্যক্তি তাই অনন্য।

প্রণববাবুর জেতার পিছনে তিন কাণ্ডারীর মতামত

বামফ্রন্টের পরাজয়ের কারণ ঃ ডাঃ মানস ভুঁইঞা

জঙ্গিপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলায় বামফ্রন্টের পরাজয়ের কারণগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মানস ভুঁইঞা। প্রথম ও প্রধান কারণ মুর্শিদাবাদের মানুষকে ভিতরে ভিতরে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা। দ্বিতীয়তঃ গঙ্গা পদ্মা ভাঙন সন্নিহিত এলাকায় সত্যিকারের কাজ না করে লোক জড়ো করে গলা ফাটানো। ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন দিতে না পারা। ● প্রণববাবুর মতো সত্যিকারের একজন নেতার আবির্ভাব। মুর্শিদাবাদের কৃষি ও কৃষকদের ধাপ্পা দেওয়ার ফলশ্রুতি। সাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষদের হুমকি দেওয়া। ● সর্বোপরি অধীর চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব ও কর্মকুশলতা এবং জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ানোয় প্রচার প্রসার কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। ● আগামী দিনে পর্যটন, কারুশিল্প, কৃষি, পানীয় জল, ভাঙ্গন প্রতিরোধ ইত্যাদি অর্থাৎ গ্রামীণ ও সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নই হবে আমাদের এ্যাজেন্ডা।

মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের উত্তরণ অধীরের কৃতিত্ব— সোমেন মিত্র

প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, কম কথার মানুষ সোমেন মিত্র বলেন, "মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের এই উত্থান ও ফলাফলের পুরো কৃতিত্ব মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর।" সাংবাদিকরা তাঁকে অধীরের উত্থানের নেপথ্য নায়ক ও গত পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পৌর নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি হেসে বলেন, "কংগ্রেস এ জেলায় যে যাধারণ মানুষের পাশে আছে ও আজকের সে ফলাফল তার পুরো কৃতিত্বটা সার্বিকভাবে সমস্ত কংগ্রেস কর্মীর পরিশ্রম ও সংঘবদ্ধতা এবং তাতে সেনাপতির ভূমিকা অধীরের।"

ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হকের প্রতিক্রিয়া

ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন "বহুদিন আগেই আমি আমার বিধানসভা থেকে সি, পি, আই, এমের প্রভাব দূর করেছিলাম। মানুষ আমার কাজকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে—তাতে প্রণববাবুর মতো সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবও জেলার সেনাপতি অধীরবাবুর কোমড় আরো শক্ত করেছে। সংগঠিত কংগ্রেস আমার এলাকা থেকে ১৫ হাজার ভোটে লিড দিয়েছে।" এটা কর্মীদের অবদান বলে তিনি ব্যাখ্যা করেন।

ফোনের বিল দেওয়া সত্ত্বেও লাইন কেটে দেওয়া হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ফোনের বিল দেওয়া সত্ত্বেও জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যান্ডে ২৬৪৮২৩ নম্বর টেলিফোন বুথের লাইন কেটে দেয়। বুথের মালিক সৌরেন দত্ত আমাদের প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেন—গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর শাখায় জমা দেয়া কোন বিল রঘুনাথগঞ্জ এক্সচেঞ্জ গ্রহণ করবে না বলেই নাকি লাইন কেটে দেওয়া হয়। পরে অনেক বচসার পর পুনরায় লাইন চালু করা হয়। বিল জমা দেয়া নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যাঙ্কের চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এই ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে জানিয়েছেন টেলিফোন বুথের মালিকেরা। বিষয়টি বহরমপুরে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

আম্বেদকারের ১১৩ তম জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মালদা ডিভিসনের তপশিলী জাতি-উপজাতি রেলওয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে সম্প্রতি জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশন সংলগ্ন ইউনিয়ন অফিসে দলিত মুক্তি আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ ডঃ বি, আর আম্বেদকারের ১১৩ তম জন্মদিন পালিত হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের লোক সঙ্গীত ও নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তপশীলি জাতি উপজাতি রেল কর্মচারী ইউনিয়নের মালদা ডিভিসনের জঙ্গিপুর শাখা অফিস ঘরের উদ্বোধন করেন মালদা রেল ডিভিসনের ফরাক্কার সহকারী ইঞ্জিনীয়ার মুকেশ মিনা। আম্বেদকারের দলিত মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকা ও তাঁর রাষ্ট্র-দর্শনের উপর বিশেষ বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত ও রাজ্য চাঁই সমাজ আন্দোলনের নেতা ভরত মন্ডল এবং ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি অনিলকুমার মন্ডল। অনুষ্ঠানে বহু লোকের সমাবেশ হয়।

সম্বর্দ্ধনা সভায় প্রণব মুখার্জী (১ম পৃষ্ঠার পর)

সভায় তিনি বিপুল গ্রামবাসীর সামনে গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি দেন ও দ্রুত কাজ শুরুর চেষ্টার কথা জানান। ওখান থেকে সুতী-১ ব্লকের আহিরণে আসেন। সেখানে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় আর্সেনিক মুক্ত জল, বি, এস, এফের অত্যাচার বন্ধ ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দেন। ওখান থেকে সাগরদীঘি পাড়ি দেন। আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন সেখানে উচ্চ বিদ্যালয়ে সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস কমিটি ৩০ মে বেলা ১১টা নাগাদ প্রণব মুখোপাধ্যায় ও সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সম্বর্দ্ধনা জানান। সাগরদীঘি সবপেয়েছির আসরের মহিলারা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। ব্লক কংগ্রেস সভাপতিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রণববাবুকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। নাগরিক মঞ্চের সভাপতি সাগরদীঘি থেকে হাওড়া ও শিয়ালদহগামী ট্রেন চালুর দাবী জানান। জেলা সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞানান ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি। প্রণববাবু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন—মার্কসবাদীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে জিতিয়েছেন। এলাকার মানুষের সমস্যার কথা গভীরভাবে অনুভব করছেন। দক্ষিণ ভারতে, বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে ভাঙন রোধের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আর্সেনিক মুক্ত জল এলাকার মানুষকে দিতে হবে। সাগরদীঘিতে কলেজও খুলতে হবে। সাতটি বিধানসভার মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি কাজ করবেন। অধীর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে গঙ্গা ও পদ্মা ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরুর ব্যাপারে প্রণববাবু বিশেষভাবে তৎপর বলে জানান। ফরাক্কায় আরো একটি ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট চালুর ব্যাপারে প্রণববাবু এখান থেকে দিল্লীতে ফোন করার কথাও অধীর বলেন।

ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্র

অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ডিজেল ও পেট্রোল গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করা হয়।

সাহা পলিউসন কনট্রোল সেণ্টার

(উমরপুর ঐশ্বর্য্য হোটেল)

বাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।